পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়

রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৭-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০।
www.pallisanchaybank.gov.bd
সাধারণ সেবা ও কল্যাণ বিভাগ

স্মারক নং- পসব্য/প্রকা/সাধারণ-১১৭/২০২৬-২৭/ ৪৬ তারিখ: ১১/০৮/২০২৬ খ্রিঃ

সকল শাখা ব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে নির্বাচনী ইশতেহার/২০২৬ এ বর্ণিত "২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ " কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উদ্যোগ।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, বনাঞ্চল হ্রাস, বায়ু ও পরিবেশ দূষণ, নদীভাঙন, খরা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়ের কারণে পরিবেশ ও জনজীবনে নানাবিধ বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

০২। সেইলক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার/২০২৬ এ বলা হয় যে, "আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি গাছ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। বৃক্ষরোপণকে শুধু গতানুগতিক কর্মসূচির মধ্যে না রেখে, বরং জনগণের অংশগ্রহণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রজন্মগত উন্নয়নের এক সবুজ বিপ্লবে রূপান্তর করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ৩.৫ লক্ষাধিক সবুজ কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যেখানে নারী, যুবক-যুবতী ও গ্রামীণ জনগণ সমানভাবে অংশ নেবে। একই সঙ্গে ১০,০০০ নতুন নার্সারি উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হবে, যা ২.৫ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান তৈরি করবে।"

০৩। এ প্রেক্ষাপটে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক 'পল্লী সবুজায়ন কর্মসূচি' আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে গ্রাহকদের মাঝে প্রত্যেক শাখায় ১০০ টি ফলজ/ বনজ/ঔষধি গাছের চারা বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ০৯/০৮/২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত অডিট কমিটির ৩৩তম সভায় ব্যাংকের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হলে 'পল্লী সবুজায়ন কর্মসূচি'র কার্যক্রম শুরু করার অনুমোদন পাওয়া যায়।

০৪। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সর্বমোট বিতরণকৃত ঋণের সংখ্যা ৭.৫০ লক্ষ। ব্যাংকের মোট ঋণ গ্রহীতা ২৮.৯০ লক্ষ। সেপ্রেক্ষিতে ৭.৭৫ লক্ষকে ভিত্তি ধরে 'পল্লী সবুজায়ন কর্মসূচি'র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেক শাখার সকল মাঠসহকারীকে তাদের অধীনস্থ নতুন বিতরণকৃত ঋণগ্রহীতাগণের মধ্যে ন্যূনতম ০২ (দুই)টি করে চারা গাছ রোপণ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্বুদ্ধকরণ ও তদারকি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকদের মাঝে প্রত্যেক শাখায় ১০০ টি ফলজ/ বনজ/ঔষধি গাছের চারা বিতরণ/রোপন এর পাশাপাশি গ্রাহকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে গ্রাহকপ্রতি কমপক্ষে অতিরিক্ত আরোও ২ টি চারা রোপন করতে হবে।

০৫। শাখা ব্যবস্থাপকগণকে তাদের উক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। কর্মসূচি বাস্তবায়নের পর জেলা আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখা তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

০৬। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত বিভাগীয় মনিটরিং কর্মকর্তাগণ কর্মসূচির সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তদারকি করে কর্মসূচির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয় যাচাইপূর্বক পত্রের মাধ্যমে সাধারণ সেবা ও কল্যাণ বিভাগকে অবহিত করবেন। কোনো প্রকার শিথিলতা বা অবহেলা ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ 'পল্লী সবুজায়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০৭। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের 'পল্লী সবুজায়ন কর্মসূচি'র চারা রোপনের লক্ষ্যমাত্রা ৮০ লক্ষ নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক্র.নং	বিবরণ		চারা গাছের সংখ্যা
১.	শাখা কর্তৃক বিতরণ/রোপন	৪৯০ টি X ১০০ টি চারা	৪৯০০০ টি
২.	গ্রাহক কর্তৃক রোপন	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৭৭৫০০০ জন X ২ টি চারা	১৫৫০০০০ টি
		১ বছরে মোট চারা বিতরণ/রোপন	১৫৯৯০০০ টি
		৫ বছরে মোট চারা বিতরণ/রোপন	৭৯৯৫০০০ টি
৩.	প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বিতরণ/রোপন	৫ বছরে বিতরণ/রোপন	৫০০০ টি
		সর্বমোট	৮০০০০০০ টি

চলমান পাতা-২

০৮। ব্যাংকের পরিচালক/ডিসি/ইউএনও/ ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহী/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মনিটরিং কর্মকর্তা/সংশ্লিষ্ট জেলা আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রধান অতিথি করে উপরোক্ত কর্মসূচি আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। শাখা ব্যবস্থাপকগণ অনুষ্ঠিত কর্মসূচির ৩টি স্থিরচিত্র (সফট কপি) সংশ্লিষ্ট জেলা আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের নিকট প্রেরণ করবেন এবং জেলা আঞ্চলিক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সকল শাখার স্থিরচিত্র একত্রিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় মনিটরিং কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। পরবর্তীতে বিভাগীয় মনিটরিং কর্মকর্তাগণ তার বিভাগের সকল স্থিরচিত্র একত্রিত করে সাধারণ সেবা ও কল্যাণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন।

০৯। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি পরিবেশবান্ধব (Green) অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংক তার মোট কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) ব্যয়ের ন্যূনতম ২০% পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন খাতে ব্যয় করবে। এর মাধ্যমে ব্যাংক শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই নয়, বরং পরিবেশ সংরক্ষণে একটি দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। এ দায়িত্বশীলতার অংশ হিসেবে ব্যাংকের উদ্যোগে আয়োজিত 'পল্লী সবুজায়ন কর্মসূচি'র ব্যয় কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) খাত হতে নির্বাহ করা হবে।

১০। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে 'পল্লী সবুজায়ন কর্মসূচি' কার্যক্রমে ব্যয়ের বরাদ্দ নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	ব্যয়ের খাত	বরাদ্দের পরিমাণ
১.	শাখাপ্রতি ফলজ/বনজ/ঔষধি গাছের ১০০ টি চারা ক্রয়, ব্যানার ও অনুষ্ঠান পরিচালনা (সিএসআর-৯০৩০৪০১২)	১৫০০/-X ৪৯০ = ৭,৩৫,০০০/-
	মোট	৭,৩৫,০০০/-

এমতাবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার/২০২৬ এ বর্ণিত "২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ " কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো প্রকার অবহেলা, গাফিলতি, শৈথিল্য ব্যতিরেকে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

১১/০৮/২০২৬
(সালমা বানু)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

স্মারক নং- পসব্য/প্রকা/সাধারণ-১১৭/২০২৬-২৭/ ৪৬ তারিখ: ১১/০৮/২০২৬ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সচিবালয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ।
২। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। ।
৩। ষ্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৬। বোর্ড সচিব, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭। জনসংযোগ কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (কর্মসূচিসমূহ প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
৮। জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।
৯। প্রোগ্রামার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
১০। অফিস নথি।

১১/০৮/২৬
(মাজেদুর রহমান)
প্রিন্সিপাল অফিসার

সামাজিক ব্যাধির সমস্যা

মাদক দমন এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন: মাদকের মরণ ছোবল থেকে কিশোর ও যুব সমাজকে মুক্ত করার জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালু করা হবে। মাদক ও তামাক আমদানি, উৎপাদন, বিপনন এবং বাংলাদেশে এসবের বেআইনি প্রবেশ রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ করা হবে। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য মানসিক চিকিৎসা সহায়তা, মানসম্মত কাউন্সেলিং এবং উপযুক্ত সামাজিক সহায়তার প্রসার ঘটানো হবে।

মানসিক চিকিৎসার খাতের উন্নয়ন ও সেবা সম্প্রসারণ: মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে একীভূত করা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সামাজিক কুসংস্কার দূর করতে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা হবে। বাংলাদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজিষ্ট, মনোবৈকল্য বিশেষজ্ঞ এবং সাইকোথেরাপিষ্টের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল কলেজগুলোকে মনোবৈকল্য চিকিৎসক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন

২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ ও সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি: আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি গাছ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। বৃক্ষরোপণকে শুধু গতানুগতিক কর্মসূচির মধ্যে না রেখে, বরং জনগণের অংশগ্রহণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রজন্মগত উন্নয়নের এক সবুজ বিপ্লবে রূপান্তর করা। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ৩.৫ লক্ষাধিক সবুজ কর্মসংস্থান তৈরি হবে, যেখানে নারী, যুবক-যুবতী ও গ্রামীণ জনগণ সমানভাবে অংশ নেবে। একই সঙ্গে ১০,০০০ নতুন নার্সারি উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হবে, যা ২.৫ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক বৃক্ষরোপণ: বৃক্ষরোপণকে বিজ্ঞানসম্মত ও টেকসই করতে চালু করা হবে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত 'জমি তালিকা মানচিত্র',যা উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করবে ও অঞ্চলভেদে বৃক্ষের প্রজাতি নির্ধারণে সহায়তা করবে।

বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে 'ট্রি মনিটরিং অ্যাপ': প্রতিটি গাছের রক্ষণাবেক্ষণ পর্যবেক্ষণের জন্য চালু হবে একটি 'ট্রি মনিটরিং অ্যাপ', যা চারাগাছ থেকে পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত ডিজিটাল নজরদারি নিশ্চিত করবে।

দ্বীপ ও চরাঞ্চলে সবুজায়ন: নদী, খাল, চর ও মেঘনা মোহনায় নবগঠিত দ্বীপে দ্রুত বৃক্ষরোপণের জন্য ব্যবহৃত হবে বিশেষায়িত ড্রোন প্রযুক্তি, যা দেশব্যাপী সবুজায়নকে তরান্বিত করবে।

ভবন নির্মাণে 'সবুজ পরিমাপক' মানদণ্ড ও 'গ্রীণ বিল্ডিং সার্টিফিকেশন' প্রচলন: নগর এলাকায় পার্ক এবং ফুটপাত ও খেলার মাঠের পাশে উপযোগী গাছ লাগানো হবে, এবং ভবন নির্মাণ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে বাধ্যতামূলক 'সবুজ পরিমাপক' মানদণ্ড। বড় শহরে 'গ্রীণ বিল্ডিং সার্টিফিকেশন' ব্যবস্থা ও কর-প্রণোদনার মাধ্যমে ছাদ-বাগানসহ বনায়ন উৎসাহিত করা হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন: ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের অন্তত ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস, যেমন সৌর, বায়ু, জলবিদ্যুৎ ও বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করে গড়ে তোলা হবে সবুজ শক্তিনির্ভর অর্থনীতি।

ধান চাষে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার: ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের ৩০–৫০ শতাংশ ধানীজমিতে পানি সাশ্রয়ী 'অলটারনেট ওয়েটিং এন্ড ড্রাইয়িং (এডব্লিউডি)' প্রযুক্তি প্রবর্তন করা হবে। এর ফলে একইসঙ্গে ধানে সেচের পানির ব্যবহার এবং মিথেন গ্যাস নির্গমন প্রায় অর্ধেকে নেমে আসবে, এবং ধানচাষ থেকে কৃষকের মুনাফা অনেক গুণে বৃদ্ধি পাবে।

সবুজ 'স্বেচ্ছাসেবা', 'ক্লাইমেট ইয়ুথ ফেলোশিপ' এবং 'পরিবেশ স্টার্টআপ তহবিল' গঠন: শিক্ষার্থীদের পরিবেশ-সচেতন করতে স্কুল পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হবে 'সবুজ স্বেচ্ছাসেবা'। 'ক্লাইমেট ইয়ুথ ফেলোশিপ' চালু এবং 'পরিবেশ স্টার্টআপ তহবিল' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কার্বন ক্রেডিট আয়: বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে বাংলাদেশে বছরে এক বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত কার্বন ক্রেডিট আয় করার সম্ভাবনা রয়েছে। বিএনপি এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবে।

কার্বন ট্রেডিং মার্কেট গঠন: কার্বন নিঃসরণের প্রধান তিনটি খাত (জ্বালানি, কৃষি, ও বর্জ্য) থেকে, এবং সেই সাথে পুনঃবনায়নের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে চালু করা হবে মেজারমেন্ট, রিপোর্টিং এন্ড ভেরিফিকেশন (এমআরভি) সিস্টেম, যার দ্বারা বিএনপি দেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্বন ট্রেডিং মার্কেট গঠন করবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 'সার্কুলার ফিউচার মডেল' বাস্তবায়ন: বিএনপি'র লক্ষ্য হলো একটি পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্জীবিত বাংলাদেশ, যেখানে বর্জ্যই নতুন সম্পদ, এবং পরিবেশই উন্নয়নের শক্তি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে বিএনপি একটি 'সার্কুলার ফিউচার মডেল' প্রতিষ্ঠিত করবে, যেখানে বর্জ্যকে রূপান্তর করা হবে সম্পদে।

অঞ্চলভিত্তিক 'মেটেরিয়াল রিকভারি সেন্টার' স্থাপন ও দুই লাখ কর্মসংস্থান: বর্জ্য উৎপাদনের পরিমান অনুযায়ী নির্দিষ্ট জেলা এবং অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হবে মেটেরিয়াল রিকভারি সেন্টার। সেই সাথে ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যে প্রতিটি বিভাগে স্থাপিত হবে ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার কারখানা, যেখান থেকে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দুই লাখ ভ্রাম্যমান পেশাজীবীদের আনুষ্ঠানিক খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় 'থ্রি আর' নীতির বাস্তবায়ন: দেশব্যাপী বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়ন করা হবে 'থ্রি আর' নীতি – রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল, যার মাধ্যমে পাঁচ বছরের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য ৩০ শতাংশ কমানো হবে।

বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন: বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদন প্রকল্প চালু করা হবে, যা শহরগুলোর জ্বালানি চাহিদা মেটাবে ও দূষণ কমাবে। পাশাপাশি, বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন এবং প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনঃব্যবহারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে।

শিল্প ও গৃহস্থালিতে পরিবেশবান্ধব উপকরণ ব্যবহার উৎসাহিতকরণ: ক্ষতিকর প্লাস্টিক ও বিষাক্ত রাসায়নিক ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ করে শিল্প ও গৃহস্থালিতে পরিবেশবান্ধব বিকল্প উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে। ঢাকা শহরকে দূষণের কবল থেকে রক্ষা করতে দ্রুত যথাযথ ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দেশের শহরগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থাপনা দূর করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ

বনাঞ্চল, জলাভূমি ও চারণভূমি সংরক্ষণ: দেশের বনাঞ্চলগুলোকে পুনর্জীবিত করার জন্য উপযুক্ত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।